ছন্দে লিখি বানান শিখি

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

জলচ্ছবি
প্রকাশন

ছন্দে লিখি বানান শিখি

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, ব্লক-বি, শেখেরটেক
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান

ISBN : 978-984-92648-7-3

মূল্য ২২৫ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭

Copyright @ Author

Chhondey Likhi Banan Shikhi by **Sanjoy Mukherjee**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka.
Published in Ekushye Boimela 2020

Price Taka 225, US $ 6

উৎসর্গ

অনলাইনভিত্তিক সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক গ্রুপ
পেন্সিল, স্বরলিপি, কিছুকথা, রোদ্দুর এবং
শব্দবুনন'র সকল অনুপ্রেরক, লেখক-পাঠকসহ
এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের

সূচি

অতিথি-অতিথী	৯	২৮	জগত-জগৎ
অংশীদারিত্ব-অংশীদারিত্ব	৯	২৮	ঝরে-ঝড়ে
আপোস-আপোষ-আপোশ	১০	২৯	জি-জী-জ্বি-জ্বী
আঁধার-আধার	১০	৩০	টি-টা-খানা-খানি–ভুল হলো জানাজানি
ইদ-ঈদ	১১	৩২	মূর্ধন্য-ন- এর কাব্য
হ্রস্ব-দীর্ঘ ই কার	১২	৩৩	তির-তীর
উদ্দেশে-উদ্দেশ্যে	১৪	৩৪	থাক-থাকো
উনারা-ওনারা	১৪	৩৪	দৈন্য-দৈন্যতা
উচিত-উচিৎ	১৫	৩৫	দেশাত্মবোধক-দেশাত্ববোধক
এত-এ তো	১৬	৩৫	দরিদ্রতা-দারিদ্রতা-দারিদ্র্য
এমনি-এমনই	১৭	৩৬	দিন-দীন-দ্বীন
একি-এ কী	১৭	৩৬	দীপ-দ্বীপ-দ্বিপ
এল-এলো	১৮	৩৭	দূর-দুর
ওকি-ও কী	১৮	৩৮	নীরব-নিরব
কাহিনি-কাহিনী	১৯	৩৯	নাকি-কি না
কি-কী	১৯	৪০	নি-না
কেন-কেনো	২০	৪১	নিচ-নীচ
কি না-কিনা	২০	৪২	পরা-পড়া
কর-করো-কোরো	২১	৪৩	পড়া-পরা
কেনো-যেনো	২১	৪৪	পরিষ্কার-পুরস্কার
কোন-কোনো	২২	৪৫	প্রতিযোগিতা-প্রতিযোগীতা
করুন-করুণ	২৩	৪৫	ফোঁটা-ফোটা
কাল-কালো	২৩	৪৬	বেশি-বেশী
খাই-খায়	২৪	৪৬	বড়-বড়ো
গেলো-গেছো	২৪	৪৭	বুঝা-বোঝা
ঘুরি-ঘুড়ি	২৫	৪৮	বন্দি-বন্দী
ঘ্রাণ-ঘ্রান	২৫	৪৯	ভাল-ভালো
চির-চিড়-চীর	২৬	৫০	ভাবি-ভাবী
চির-চীর	২৬	৫০	ভবিষ্যত-ভবিষ্যৎ
ছিল-ছিলো	২৭	৫১	ভারি-ভারী

ছোট-ছোটো	২৭	৫১	মৌন-মৌনতা
মত-মতো	৫২	৬১	সাদা-শাদা
মুহূর্ত-মুহুর্ত	৫২	৬১	সাক্ষর-স্বাক্ষর
মতদ্বৈততা-মতদ্বৈধ	৫৩	৬২	সখ্য-সখ্যতা
যায়-যাই	৫৪	৬২	সার্থক-স্বার্থক
রূপ-রুপ	৫৫	৬৩	স্বপরিবার-স্ববান্ধব
লজ্জাকর-লজ্জাস্কর	৫৫	৬৪	সাক্ষী-স্বাক্ষী
লেখা-লিখা	৫৬	৬৪	সত্তা-স্বত্তা
লেখনী-লিখন	৫৭	৬৫	তালব্য শ-মূর্ধন্য ষ-দন্ত্য স
ক্রিয়াপদের শেষে ল ব ছ ত	৫৮	৬৭	হত-হতো
শুধা-সুধা	৫৯	৬৮	খণ্ড ৎ (ত্)
শুধু-শুধুমাত্র	৫৯	৬৯	দন্ত্য স-য়ে থ(স্থ)-দন্ত্য স-য়ে ত(স্ত)
শেখা-শিখা	৬০	৭০	চন্দ্রবিন্দুর কাব্য
শখ-সখ	৬০	৭২	যতি চিহ্ন : ত্রিবিন্দু (...)

প্রাক্‌কথন

পরা-পড়া কোনটা কোথায় বসবে, কে তা জানে
জি আর জ্বি কোনটা সঠিক, কেউ নাহি তা মানে।
দন্ত্য-ন আর মূর্ধন্য-ন কোথায় তারা বসে
যাই আর যায় যাচ্ছে সবাই কে রবে কার বশে।
কোনটা লিখন, লেখনী কী সত্যি যদি বুঝি
কি আর কী কখন হবে সেই সত্যই খুঁজি।
বইমেলাতে এনেছি তাই ছন্দ-কথকতা
থাকুক মনে বাংলা বানান, ভাঙুক নীরবতা ॥

সঞ্জয় মুখার্জ্জী
১০ জানুয়ারি, ২০২০
ঢাকা

অতিথি –অতিথী

নামের বানান যেমন তেমন বলবে না কেউ কিছু
তিথি কিংবা লিখুন তিথী কেউ নেবে না পিছু।

কিন্তু যদি অতিথি হয়, নাই-বা মানুক তিথি
হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লিখুন, এটাই শুদ্ধ রীতি।

তিথি বানান তিথী হলে নেইকো কোনো মানে
শুদ্ধ বানান লিখতে থাকুন, দেখুন অভিধানে ॥

অংশীদারি-অংশীদারিত্ব

ভাবনাগুলো ভাবায় শুধু, মালিকানা নিয়ে
কোন বানানটা কাকে মানায় বলব কাকে গিয়ে?

একই সাথে কাজ করছি অংশীদারি হই
তবে বলছি-লিখছি অন্যকথা কার কাছে তা কই?

অংশীদারি এটাই সঠিক শব্দ, সবাই জেনো
অংশীদারিত্ব অশুদ্ধ সে, বলতে-লিখতে মেনো ॥

আপোস-আপোষ-আপোশ

কেউ বলে না, কেউ শোনে না, কেউ খোঁজে না হায়!
অভিধানে কোন বানানের গঠন পাল্টে যায়।
কে করল এমন আপোস, আপোষহীন আজ কে
কার আপোশে বাংলা বানান আদল পাল্টেছে?

কোন বানানে আপোস এখন নেইতো আপোষ আর
আপোশরফায় এখন আপোশ ঘিরছে চারিধার।

দন্ত্য স নয়, মূর্ধন্য ষ নয়, এবার তালব্য শ-এ
করুন আপোশ নতুন করে রোজ রোজ নির্ভয়ে।
আপোশরফা হোক আপোশহীন, আসুক না আপোশে
আপোশহীন সব মিটিং মিছিল চলুক বাংলাদেশে ॥

আঁধার-আধার

লিখছি আধার বুঝাতে আঁধার, বানান কি হয় ঠিক
আঁধারের মানে আধারে রাখলে, দ্বন্দ্ব যে চারিদিক।
আঁধার মানে অন্ধকার সে, নেইতো আলো জেনো
আধার মানে পাখির খাবার, আশ্রয়, স্থান মেনো।

আধার মানে মাছের খাবার, পাত্র, দানাপানি
আঁধার মানে গম্ভীর-অপ্রসন্ন,আর নিরানন্দ জানি।
বুকের ভিতর জ্বালাও আলো, আঁধার পালাক দূরে
কোন আধারে রাখবে আলো, কোন জাগরণী সুরে।

এখন থেকে লিখলে আধার, বুঝব না আঁধারে
আঁধার লিখলে কখনোই আর, খুঁজব না আধারে ॥

ইদ-ঈদ

সেই যে কবে স্বরবর্ণ শিখেছি শৈশবে
অজগর, আকাশ, ইঁদুর, ঈগল আরও কী কী হবে।

দীর্ঘ ঈ-তে ঈদও ছিল তাও জেনেছি সবে
হঠাৎ করেই ঈদ-এর বানান ইদ লিখতে হবে?

কোনটা সঠিক? ইদ নাকি ঈদ, অভিধান কি দেখি?
কোন বানানটা সংগততর, প্রচলিত আছে কী?

চলছে লড়াই খুঁজছি সত্য নির্ঘুম রাত কাটে
গল্প, কবিতা, কথকতা জুড়ে কোন বানানটা হাঁটে।

ইদ বানানটাই সংগততর, প্রচলিত হল ঈদ
যাঁর যা ইচ্ছে লিখুন এবার, নির্ঘুমে পাক নিদ ॥

হ্রস্ব-দীর্ঘ ই কার

হ্রস্ব ই কার দীর্ঘ ঈ কার পড়ছে কি গো মনে?
সেই ছোটোবেলায় মায়ের কাছে শেখা উচ্চারণে।

কে জানতো সেটাই পুঁজি কাব্য লেখার জন্য
স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণে, বানান হোক অনন্য।

কোন শব্দের মানে কী যে, বানান দেখেই বলি
একটু এদিক সেদিক হলেই ভুলপথে যে চলি!

তাইতো এবার করছি আলাপ হ্রস্ব দীর্ঘ ই-কার
কেমন লাগে শব্দগঠন, সঠিক বানান শেখার।

ধরো, একটু বেশি দিতে গিয়ে, বেশী-ই যদি দাও
সেই বেশীটা ভদ্রবেশী-ছদ্মবেশী হবে, সেটা চাও?

কী দরকার, দীর্ঘ ঈ কার নাইবা দিলে বেশি
হ্রস্ব ই কার নিয়েই 'বেশি', ভীষণ রকম খুশি।

হ্রস্ব ই কার দিয়ে এবার লিখব বানান নিচ
দীর্ঘ ঈকার দিলেই কিন্তু মানুষ অধম, নীচ!

কোথায় কখন কী লিখছ, সবকিছু কি জানো?
হ্রস্ব ই-কারে কি, নাকি দীর্ঘ ঈ কার-মানো?

যদি, প্রশ্নে উত্তর, হ্যাঁ-না হয় হ্রস্ব ই-কার দেবে
কী লিখবে তখন, যখন উত্তর অনেক হবে।

যেমন ধরো কী নাম তোমার? উত্তর কী বলো
হ্যাঁ অথবা না? নাকি অনেক কিছুই হলো?

এমনি করেই যদি বলি, পারলে কি বুঝতে?
উত্তরটা নিজেই দিয়ো, হবে না খুঁজতে।

এবার তবে নতুন করে নতুন নিয়ম বলি
হ্রস্ব ই-কার সেথা, যেথায় বলি বা আ-বলি।

যেমন ধরো কার্যাবলি, পদাবলি, তথ্যাবলির মতো
ঠিক তেমনই নিয়মাবলি আর শর্তাবলি যত।

বলছি কথা জনে জনে, শুনছ কি সব কানে?
রাখবে মনে সকল জীবী দীর্ঘ ঈ-কার মানে ।

যেমন ধরো পেশাজীবী, শ্রমজীবী, বুদ্ধিজীবী কত
সাথে কৃষিজীবী, চাকরীজীবী, আইনজীবী শত।

বছর জুড়েই দিবস পালন জন্ম-মৃত্যু নিয়ে
কত রকম অঞ্জলি দিই হরেক বানান দিয়ে।

থাকুক মনে যত রকম অঞ্জলি দিক লোকে
সবখানেতেই হ্রস্ব ই-কার শ্রদ্ধাঞ্জলি, শোকে!

এবার থেকে অঞ্জলিতে দীর্ঘ ঈ-কার মানা
হোক গীতাঞ্জলি, রূপাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি জানা।

লাগল কেমন হ্রস্ব ই-কার দীর্ঘ ঈ-কার কাব্য
বলো দেখি এরপরেতে আর কী নিয়ে ভাববো।

হ্রস্ব ই-কার দীর্ঘ ঈ-কার কাব্য জুড়ে থাকুক
বাংলাভাষায় সঠিক বানান সবাই ধরে রাখুক ॥

উদ্দেশে-উদ্দেশ্যে

যাচ্ছ কোথায়? কী উদ্দেশ্যে? কার উদ্দেশে বলো
দুই বানানের ভিন্ন মানে, সেটাই মেনে চলো।

যাঁর জন্য, যাঁদের প্রতি বললে হয়-উদ্দেশে
উদ্দেশ্য? অভিপ্রায়, লক্ষ্য, আর মতলব অবশেষে।

এখন থেকে জনগণের উদ্দেশে সব বলুন
কী উদ্দেশ্যে আদেশ নিষেধ, সবই মেনে চলুন ॥

উনারা-ওনারা

আমি-তুমি-সে বা তারা সর্বনামের বেশে
তিনি-উনি-যিনি সবাই আছে কাব্যের দেশে।

তিনি-র জন্য তেনারা যেমন যিনি-র জন্য যারা
উনি-র জন্য তেমনি ওনারা, আরো লিখি উহারা।

উনি বাড়ি নেই, ওনারা কোথায়? ওনাদের কেউ নেই?
উনি ফিরলেই জানিয়ে দিয়ো, এসেছিলেন তিনি সেই।

উনি-র জন্য 'উনার কিংবা উনারা' লিখলে ভুল
উনি-র জন্য ওনার-ওনাদের, কাব্যে ফুটুক ফুল ॥

উচিত-উচিৎ

ঠিক কথাটা ঠিক সময়ে না বললেই নয়
উচিত বানান উচিৎ হলে বানানটা ভুল হয়।

উচ্চারণে রাখুন মনে খণ্ড ত(ৎ) এর মানে
ত এর নিচে হসন্ত রয়, সবাই সেটা জানে।

যদিও উচিত উচ্চারণে হসন্ত ত্-র মতো
শব্দান্তে-অ উচ্চারণ নেইতো, বাড়ে ক্ষত।

উচ্চারণে ত-কে বলি ও-কার সাথে নিয়ে
যেমন যত-তত-হত-ক্ষত, কত-শত দিয়ে।

উচিত বানান ত দিয়ে হয়, রাখুন সবাই মনে
কুৎসিত অতীত হবেই পতিত, জানুক জনে জনে।

এখন থেকে উচিত কথায় ছাড় পাবে না কেউ
নয়কো উচিৎ, উচিত লিখুন বানান শুদ্ধির ঢেউ ॥

এত-এ তো

কোন বানানে কী তার মানে, না যদি হয় জানা
কেমন করে লিখবে বলো, মনেরই ভাবখানা।

এ তো দেখি ভারি বিপদ, এত কথা বলে
না বললে তো যায় না বুঝা, সব যাবে বিফলে।

তুমি তো ছাই বলেই খালাস, কেমনে এত বুঝি?
সত্যিই তো! ঠিক বলেছ, তো-এর মানে খুঁজি।

কী বলো তো, এই তো আমি, একটু দেখুন তো
এবার প্রশ্ন, অভয়, অনুরোধেই তো-কে রাখুন তো।

তো বললেই নিশ্চয়তা, এই তো বাড়ি সেই
তো বললেই যদিও বুঝি, তুমি তো চাও, এই।

এত মানে এই পরিমাণ, অনেক, রাশি রাশি
আর তো লিখলে একেক রূপে একেক রকম খুশি ॥

এমনি-এমনই

শুনতে কিন্তু একই লাগে এমনি-এমনই
কোন বানানের কী যে মানে, সবাই কি জানি?

লিখতে গিয়েই চিন্তা বাড়ে, থমকে বুঝি থাকি
এমনি এমনি লিখছি, নাকি এমনই লিখে রাখি।

এমনি মানে-কারণ ছাড়াই, এমনি এমনি করে
এমনই কিন্তু 'এই প্রকারেই'-জানা থাক অন্তরে ॥

একি-এ কী

অবাক হলে কি না বলি, কতরকম করে
ওয়াও থেকে ওরেব্বাবা, পড়ে যে নজরে।

একি! তুমি কখন এলে? অবাক করে দিলে
তোমার কাছেই প্রশ্ন হঠাৎ এ কী? কথা বলে।

একি আর এ কী কিন্তু একই কথা নয়
উচ্চারণ আর বানান ঘিরে ঠিকই পৃথক রয়।

খেয়াল রাখুন অবাক স্বরে একি! চিহ্ন তার
এ কী? বললে, প্রশ্ন করেই পাবেন যে উদ্ধার ॥

এল-এলো

কী লিখছ, বলতে কী চাও, বুঝতে পারে কেউ?
বানান যদি ঠিক না থাকে, লাগে ভ্রান্তির ঢেউ।

এলো আর এল নিয়ে চলছে বুঝাপড়া
কেউ বলছে এলো সঠিক, দিচ্ছে জবাব কড়া।

এল নিয়ে বলছে যাঁরা, তাঁরাই নাকি ঠিক
কোন এলো যে এল হবে, হারাই দিগ্‌বিদিক।

সহজ উপায় রাখুন জেনে এল ক্রিয়াপদ
এলো মানে অগোছালো, কাটল কি বিপদ?

কে এলরে, হাওয়া এল, উড়ল এলোচুল
এলো আর এল নিয়ে, যাক কেটে সব ভুল ॥

ওকি-ও কী

ও-কার নিয়ে সামলে চলুন কি যদি রয় সাথে
কী আর কি-র পৃথক মানে দিনে কিংবা রাতে।

লিখলে ওকি! রাখুন মনে অবাক হয়ে গেলে
বিস্ময়সূচক অব্যয় সে, ওকি! কখন এলে?

ও কী মানে প্রশ্নসূচক ও কী বলে শোনো
ওকি-ও কী নয়তো একই, ভুল কোরো না কোনো।

ওকি ওরা বন্ধু ভীষণ একইসাথে থাকে
ও কী কিন্তু খুঁতখুঁতে খুব, পৃথক করে রাখে ॥

কাহিনী-কাহিনি

কাহিনী লিখছি, কাহিনি লিখছ, বাহিনী-বাহিনি তাও
দোটানায় কেন? শুদ্ধতা চাই? একটাই রূপ নাও।

বাংলা বানান নতুন নিয়মে প্রমিত, সবাই দেখো
নতুন নিয়ম মানতে সবাই, হলো যা প্রণীত, শেখো।

যেসব শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ উভয় ই-কারই শুদ্ধ
সেসব ক্ষেত্রে হ্রস্ব ই-কারে লিখতে হও উদ্বুদ্ধ।

কাহিনী তাইতো কাহিনি হয়েছে, বাহিনী কিন্তু নয়
প্রমিত নিয়মে বানানের ধারা শুদ্ধ বানানে জয় ॥

কি-কী

কোথায় কখন কী লিখছ, সবকিছু কি জানো?
কি লিখতে ই-কার নাকি দীর্ঘ ঈ-কার মানো?

যখন উত্তর হ্যাঁ না হবে তখন লিখো কি
ভাত খাবে কি? তুমি কি যাবে? সহজ হল কি?

যখন উত্তর বহুমুখী, তখন কী-ই লিখো
কী নাম তোমার? কী খেয়েছ? এমন করেই শিখো।

এবার নিজেই প্রশ্ন সাজাও কী আর কি দিয়ে
ভ্রান্তি কাটুক হাসি ফুটুক শুদ্ধ বানান নিয়ে ॥

কেন-কেনো

বানান সাথে উচ্চারণও সমান গুরুত্ব পায়
নইলে শব্দের মানে নিয়ে পড়বে যে লজ্জায়।

কেন নিয়ে বলতে যা চাও, তাই লিখছ বুঝি ?
লিখছ যখন কেনো তখন মানে কি তার খুঁজি?

কেন মানে প্রশ্ন করা, কোন সে কারণ বলো
উচ্চারণে ক্যানো শোনায়, বানান কি ঠিক হলো?

কেনো মানে কিনতে বলা, নয়তো প্রশ্ন করা
কেনাকাটায় লিখব কেনো, নইলে কিন্তু ধরা।

এখন থেকে প্রশ্ন করতে কেন্ কিংবা কেন
কেনো শুধুই কেনাকাটায় ভুল কোরো না যেন ॥

কি না-কিনা

আমার সাথে যাবে কি না, জানতে যদি চাও
হরতাল কিনা, যাব না আর, তুমিই একা যাও।
এই "কিনা, কি না"-র রহস্যটা একটু ভেবে দেখো
কোন রূপটা বসবে কোথায়, একটু নজর রেখো।

"কি না" মানে সংশয়, আর "যেহেতু" বুঝতে "কিনা"
বুঝলে "কি না" বললে পরে, সংশয়ই ঠিকানা।

স্কুল আজ বন্ধ কিনা, তাই যাবে না কেউ
সত্যি স্কুল বন্ধ কি না, জাগে সন্দেহেরই ঢেউ।
বুঝলে কিনা, এখন থেকেই ঠিক নিয়মে লিখো
দেখবে সবাই লিখছ কি না, সত্যি সত্যিই শিখো ॥

কর-করো-কোরো

তুই এটা কর্, তুমিই কর, কে কীভাবে বলি
ক্রিয়াপদে কর-এর প্রয়োগ, কোন নিয়মে চলি?

সম্বোধনে তুই থাকলে কর্ উচ্চারণ হবে
তুমি হলেই একই বানান ও-কার যোগে কবে।

যদি লিখি তুমি করো, তার মানে কি জানো
করতে হবে এক্ষুনি তা, নিয়ম এটাই, মানো।

আবার যখন লিখব এমন, তুমি এটা কোরো
তার অর্থ ভবিষ্যতে করবে, যদি পারো।

লাগল কেমন করো-কোরো যখন ক্রিয়াপদ
একটু খেয়াল রাখলে কিন্তু বানান নিরাপদ ॥

কেনো-যেনো

কেন লিখতে লিখছি কেনো, কিনব কী ছাই জানি না
যেন লিখতে লিখছি যেনো, নিয়ম কিছুই মানি না।

কেন মানে কী জন্য? কেনো লিখলেই কিনতে হয়
যেনো লিখলে হয় না য্যানো, উচ্চারণেই বাড়ছে ভয়।

লিখছি কেনো, বলছি কেন, শুনছি কিন্তু কেন ঠিক
দুচোখ দিয়ে পড়ছি না তো, উচ্চারণেই দিগ্‌বিদিক।

যেনো লিখছি কেনোর মতো কাব্যে বুঝি রস মেলে
বলতে পারো সত্যি করে পড়তে গিয়ে কী পেলে?

কোন-কোনো

কোন আর কোনো নিয়ে কথা চালাচালি
কোনটার মানে কী যে এসো খুলে বলি।

কোন হলো বিশেষ কিছু জানতে চাওয়ার ইচ্ছে
উচ্চারণে কোন্ বললেই জিজ্ঞাসা ফুরোচ্ছে।

কোন বইটা পড়বে তুমি? কোন বইটা নিচ্ছ?
কোন কারণে মন ভালো নেই? কোন নীতি শিখাচ্ছ?

কোনো মানে অন্য প্রকার নির্দিষ্ট কিছু নয়
কোনোরকম একটা কিছু নিলেই ভালো হয়।

কোনো কোনো বই পড়লেই মনটা ভালো থাকে
কোনো বইয়ের পাতায় পাতায় সবুজ স্বপন আঁকে।

কোন বইটা পড়ব তবে, পড়িনি বই কোনো
কোন-কোনোর দ্বন্দ্ব মিটুক বলছি সবাই শোনো ॥

করুন-করুণ

কী-বোর্ড দিয়ে লিখতে গেলেই হরেকরকম গোল
দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ন-তেই বাঁধায় গণ্ডগোল।

করুণ স্বরে গানটি করুন, করতে বলেই শেষ
লিখতে গেলেই সমস্যা যে, করুন-এ করুণ রেশ।

করুন মানে করতে বলা ক্রিয়াপদেই থাকে
করুণ মানে আর্ত-কাতর, শোকের ছবি আঁকে।

ক্রিয়াপদে র এর পরে দন্ত্য ন-ই হবে
করুন-করেন, ধরুন-ধরেন, ভরুন-ভরেন রবে।

করুন লিখুন দন্ত্য ন-এ, মূর্ধন্য ন-তে করুণ
নির্ভুল হোক বাংলা বানান, সঠিক পথটি ধরুন ॥

কাল-কালো

কাল যদি কেউ বলে মনে কিছু কোরো না
কাল মানে কালো নয়, পাছে ভুল ধ'রো না।
কাল মানে সময় যে, কাছে-দূরে সব হয়
কাল মানে বিপদ সে, কালরাতে বাড়ে ভয়।

কাল মানে শৈত্য যে, ঠান্ডায় প্রাণ যায়
কাল মানে পরদিন, মনে বুঝি রাখা দায়?

যদি কাল একা থাকে, কাল্ হবে, কালো নয়
কালশিটে, কালচে-তে বুঝে নিয়ো কালো রয়।

কালো রং, কালোদিন, কালোটাকা, কালোচিত
কাল-কালো বানানের, প্রয়োগ হোক পরিমিত ॥

খাই-খায়

দাওয়াত পেলেই আনন্দ খুব একসাথে সব যাই
খাই আর খায় কোন বানান ঠিক, কী করে বুঝাই?

বানান কিন্তু সঠিক দুটিই কোনটা কোথায় বসে
বুঝতে যদি পারেন তবেই, বানানটা রয় বশে।

আমি কিংবা আমরা হলেই লিখতে হবে খাই
খায় লিখলেই সে বা তারা, সবাইকে জানাই।

এখন থেকে খাই আর খায় লিখুন শুদ্ধ রূপে
মোগলাই বা চাইনিজ খান, শুদ্ধ সব নিশ্চুপে ॥

গেলো-গেছো

লিখছ তুমি শব্দমালা বানান তো নেই ভুল
উচ্চারণের ছন্দ মেনে জিতছ গোলাপ ফুল।
কোথায় গেছ, কেন গেছ, পৌঁছে গেছ বুঝি?
তোমার সাথে আর কে গেল, সেটাই বসে খুঁজি।

কিন্তু যখন লিখছ গেছো, জানো কি তার মানে ?
গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায় গেছো, সবাই জানে।
বন্ধু কখন গেল চলে, লিখছ বন্ধু গেলো
গেলো মানে গিলতে বলা, জ্ঞানচক্ষু মেলো।

উচ্চারণে গ্যাছো-গ্যালো লিখবে গেছ-গেল
গেছো-গেলো যেমন বানান তেমন করেই বোলো।

এখন থেকে ঠিক বানানে গেছ, গেল লিখো
নইলে পরে মন্দ কপাল, ঠেকে ঠেকেই শিখো ॥

ঘুরি-ঘুড়ি

বেড়ায় ঘুরে ঘুরিফিরি লিখছি ঘোড়াঘুড়ি
কোন বানানে কী হয় মানে সে চিন্তা কি করি?

ঘুরি মানে ব-এ বিন্দু এদিক-সেদিক ঘোরা
ঘুড়ি লিখলেই ড-এ বিন্দু নীল আকাশে ওড়া।

এবার তবে ঘোড়াঘুড়ি নয়, ঘোরাঘুরি-ই লিখুন
ব-এ বিন্দু ড-এ বিন্দুর রহস্য সব শিখুন।

ঘুরি মানে ঘুরে বেড়ায় আমি-আমরা সব
ঘুড়ি কেবল আকাশে ওড়ে আনন্দ-উৎসব ॥

ঘ্রাণ-ঘ্রান

এদিক-ওদিক ঘুরছ ফিরছ গন্ধ লাগে নাকে
বলতে কিছুই পারো না যে, বলবে বলো কাকে?

লিখতে গিয়েই থমকে গেলে কী লিখবে ভেবে
ঘ্রাণ নাকি ঘ্রান শুদ্ধ, কোনটা বেছে নেবে?

ঘ্রাণ মানে গন্ধ গ্রহণ ঘ্রান বলে নেই কিছু
ভুল করে কেউ ঘ্রান লিখলেই, বানান নেবে পিছু ॥

চির-চিড়-চীর

চিড় ধরেছে দালান জুড়ে সাহসী সাবধান!
চিরকাল তো রয় না কিছুই, থাকে না সন্ধান।

চির মানে অবিচল সে, চিরো উচ্চারণে
চিড় কিন্তু চিড়ু উচ্চারণ, রাখবে সবাই মনে।

চীর মানে ছিন্ন বস্ত্র, গাছের বাকল তাও
চিড় মানে ফাটল ধরা, অর্থটা বুঝে নাও।

চির বিশেষণ দোষ-গুণে ভরা চিরদিন-চিরকাল
চিড় আর চীর বিশেষ্য পদে, সাক্ষী যে মহাকাল ॥

চির-চীর

চিরদিন তোমার আকাশ, দেখছি নিজের চোখে
চীর অম্লান লিখছে তোমায়, দেখছি কত লোকে।

বললে পরে ঠিক শোনা যায়, লিখলে পরেই ভুল
চির বানান লিখলে চীর, হারায় যে দুকূল।

এই চির-চীর দুই বানানের অর্থটা কি জানি?
কোন চির আজ চীর হলে, ভাষারই হয়রানি।

চির মানে অনন্ত সে, অক্ষয়-অবিচল
চীর হল ছেঁড়া কাপড়, গাছেরই বাকল।

চির অম্লান লিখলে চীর, বুঝতে গলদ হয়
চিরদিন সব রাখুক মনে হোক ভাষারই জয় ॥

ছিল-ছিলো

কাব্যের প্রয়োজনে কত কী যে করি
কবিদের স্বাধীনতা আর কত ধরি?

ছিলো লিখি, ছিলে লিখি, ছিল লিখি না
ক্রিয়াপদে ও-কারে কিছু শিখি না।

ক্রিয়াপদের শেষে যদি ল-ব-ছ-ত থাকে
লাগে না ও-কার বেশি, মানে ঠিকই রাখে।

কে ছিল? কী ছিল? লিখুন তো ছাই
ক্রিয়াপদে একা একা ও-কারে সুর চাই ॥

ছোটো-ছোট

যা লিখেছেন বেশ করেছেন এবার ফিরুন দেখি
ছোট-বড় মানতে শিখুন, কী লিখেছেন, একি!

ছোট এখন নেইতো ছোট, ও-কার যোগে হবে
এখন থেকে ছোটো বানান, আর না ছোট রবে।

ছোট বানানে ও-কার লাগে নইলে হবে ভুল
লিখুন সবাই ছোটো-বড়ো, ফুটুক ভাষার ফুল ॥

জগত-জগৎ

জগত জুড়ে মানুষ দেখি জগৎ জোড়া নাম
দুই জগতের মানুষ হলে বাড়বে বুঝি দাম?

বলছি জগৎ লিখছি জগত শুনতে একই লাগে
নিজের ভাষায় সঠিক বানান, লিখুন সবার আগে।

জগৎ লিখতে খণ্ড ত্ চাই, লাগবে না "ত" আর
এই জগতে লিখতে গেলেই "ত" এর ব্যবহার।

শুধু জগৎ? খণ্ড ত্-এ, এটাই নিয়ম মেনো
লিখো না কেউ জগত এমন, অশুদ্ধ হয়, জেনো ॥

ঝরে-ঝড়ে

উচ্চারণের হাজার বাধা কেমন করে বলি
ঝড়কে যখন ঝর্ বলছি কোন নিয়মে চলি?

ঝরে পড়া বলছি ঝোড়ে লিখছি বানান ঝড়ে
ঝড়ে মানে দমকা বাতাস সবকিছু নড়বড়ে।

ঝরে মানে ঝরে পড়া বৃষ্টি ঝরে যেমন
ঝড়ে মানে উথাল-পাথাল বইবে বাতাস তেমন।

অশ্রু ঝরে, বৃষ্টি ঝরে, শীতে যেমন পাতা ঝরে
ঝড়ে তেমন বাতাস খেলে, ক্ষতি মাটির ঘরে।

শুদ্ধ বানান লিখুন এবার, উচ্চারণ শুদ্ধ হোক
মায়ের ভাষা প্রাণের ভাষা কাটুক বানান শোক ॥

জি-জী-জ্বি-জ্বী

ইংরেজিটা খুবই সোজা বানান সবই বাঁধা
বাংলাটাকে লিখতে গেলেই লাগে গোলকধাঁধা।

যেমন ইয়েস লিখতে ওয়াই-ই-এস আর কিছু না চাই
আর বাংলাতে এক 'জি' লিখতেই সমস্যা বাঁধাই।

এই 'জি' বলতে হ্যাঁ-কে বুঝি, সম্মতি কেউ দিলে
আবার সম্মানার্থেও নামের শেষে জি লিখলেই চলে।

এখন জি বানানটা কেউ লিখছেন হ্রস্ব ই-কার দিয়ে
কেউবা আবার জী লিখছেন দীর্ঘ ঈ-কার নিয়ে।

একটু যাঁরা ভিন্ন ভাবেন, কী লিখছেন তাঁরা ?
সম্মতি অর্থে লিখছেন জ্বি! সব মিলে দিশেহারা।

এই জি-জী আর জ্বি-জ্বী নিয়ে লাগল ঝিঁঝি কানে
বলি হ্রস্ব ই-কার 'জি'-কে নিয়েই থাকুন শিকড় টানে।

অভিধানে 'জি' বানানটা হ্রস্ব ই-কারেই আছে
যার অর্থ সম্মতি আর তা সম্মানার্থেও কাছে।

এখন থেকে জী, জ্বি নয়, থাকুন সবাই রাজি
সম্মতিতে জি-ই লিখুন আর সম্মানার্থেও জি ॥

টি-টা-খানা-খানি
ভুল হলো জানাজানি

বললে পরে কেউ শেখে না, ভুল করলেই শেখে
তুমি যদি ঠিকটা লেখো, শিখবে সবাই দেখে।

শব্দ তো নয়, 'শব্দাংশ ' নাম শুনেছ তার?
শব্দের সাথে মিললে পরেই মানায় চমৎকার!

এক বচন আর বহুবচনে নানান রূপে থাকে
টি-টা আর খানা-খানি, গুলি-গুলোকেও রাখে।

বুঝতে বুঝি পারছ এখন? লিখছ কী সব নিয়ে?
পদাশ্রিত নির্দেশক সব, আর্টিকেল নাম দিয়ে।

কেউ লিখছে বই খানা দাও, কোন বই টা পড়ব
কারো আবার মন বলছে লড়াইটা বেশ লড়ব।

কেউ ভাবছে বইগুলো সব টেবিল জুড়েই থাক না
ভাবনা গুলো হোক ধারাল, মাথা টা ঠিক রাখ না।

স্বপ্নগুলো একসাথে যেই, ভাবনা গুলো দূরে
আর মনটা যখন উড়ুউড়ু, কণ্ঠটা বেশ সুরে ।

কে কোনটা পৃথক রাখে, একসাথে কেউ টানে
নিয়ম-নীতি নেই কি কিছু, শুনছে না কেউ কানে?

ইচ্ছেমতো লিখছে সবাই যাঁর যা মনে আসছে
ভাষার নিয়ম পড়ছে তবুও, লেখাতে ভুল ভাসছে!

বইটা যেমন মনটা তেমন, মিল না হলে পায় না

ভাবনাগুলো, স্বপ্নগুলোও আলাদা করা যায় না।

বইখানা হোক মনের মতো, গানখানি হোক প্রিয়
শব্দগুলো হোক শাণিত, একটু সময় দিয়ো।

এখন থেকে রেখো মনে একসাথে সব যাবে
টি-টা-টো-খানা-খানি, গুলো-গুলি যত পাবে।

আলাদা করে লিখলে পরে শব্দগঠন হয় না
আর শব্দগঠন ঠিক না হলে, অর্থ বুঝাও যায় না।

দরকার কী পৃথক রাখার, রাখলে হয় অশুদ্ধ
ভুলগুলো সব ফুলগুলো হোক, বানানটা পরিশুদ্ধ ॥

মূর্ধন্য-ন এর কাব্য

সবাই তোমায় দিচ্ছে লাইক! ভুল ভেব না পাছে!
ছন্দ তুমি লিখছ দারুণ, বানান কি ঠিক আছে?

দন্ত্য-ন আর মূর্ধন্য-ন তে উল্টে গেলে মানে
কেমন হবে বলতে পারো? ছন্দ ব্যাকরণে?

কেউ কাউকে মন দিয়েছে, লিখছে সেটা মণ
জীবনটাকে লিখছে জীবণ, মরণকে মরন!

গবেষণায় দন্ত্য ন নেই, কিন্তু কে যে শোনে
উচ্চারণে হয় না তফাৎ কে বসে কাল গোনে।

ভাবছ বসে কেমন করে এখন কী যে করি
ঠিক বানানের নিয়ম আছে, সূত্র রেখো ধরি।

কখন কখন দন্ত্য-ন যে মূর্ধন্য-নতে যায়
একটু মনে রাখলে জেনো, দারুণ এক উপায়।

ঋ, র আর র-ফলাতে দিয়ো না দন্ত্য-ন
ঋণ, রণ আর প্রাণ বাঁচাতে শুধু মূর্ধন্য-ন।

মূর্ধন্য-ষ এর পরেও দন্ত্য ন নয়, যেমন গবেষণা
ক্ষ-এর পরেও একই প্রকার, লাগছে সহজ কি না?

সিম্পলি বলি ক্রিয়াপদে দন্ত্য-ন-ই রবে
করেন, ধরেন, বলেন, সাজেন, রাখেন, বহন হবে।

ক বর্গে গ এর পরে মূর্ধন্য-ন-ই দিয়ো
গণ-গণেশ-গণিকা-গণনা লিখতে সাথে নিয়ো।

ত বর্গের সাথে রেখো দন্ত্য-ন এর বাহার
অন্তর, মন্থর, মন্দ, অন্ধ এমনই অনেক প্রকার।

ট বর্গের সাথেই রবে মূর্ধন্য-ন এর সন্ধি
কণ্টক যদি কণ্ঠেতে নাও পণ্ডশ্রমেই বন্দি।

বিদেশী যত শব্দ আছে দন্ত্য-ন এ যাবে
কোরআন, জবান, জার্মানসহ আরও যা যা পাবে।

আরও আছে বলব কত, থাকবে নাকো মনে
আপাতত এটাই চলুক ছন্দ সাজুক রণে ॥

তির-তীর

বলছি মুখে ঠিক উচ্চারণ বুঝছে সবাই ঠিক
লিখতে গেলেই ভাল্লাগে না, বানান দিগ্‌বিদিক।

তির আর তীর লিখতে গিয়ে ধন্দে গেছি পড়ে
কোন তীরে আজ ভিড়াই তরি, ভাবনা যে নড়বড়ে।

তির ছুঁড়তে ধনুক লাগে, নৌকা নদীর তীরে
তির মানেই বাণ আর শর, বুঝুন ধীরে ধীরে।

তীর মানে নদীর কূলে দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে
হ্রস্ব ই-কার ধনুকের তির, শুদ্ধ বানান নিয়ে ॥

থাক-থাকো

লিখছি যেমন কই না তেমন নিয়ম জানা নেই
থাক লিখছি পড়ছি থাকো, আলাপ হারায় খেই।

থাক লিখলে উচ্চারণে থাক্ বলতে হয়
সম্বোধনে তুই এর সাথে থাক বানানের জয়।

সম্বোধনে তুমি হলেই থাকো লিখতে হবে
নইলে পরে তুই-তুমিতে দ্বন্দ্ব ভরে রবে।

এখন থেকে ও-কার যোগে লিখতে হবে থাকো
তবেই তুমি সম্বোধনে স্নিগ্ধ ছবি আঁকো।।

দৈন্য-দৈন্যতা

সবকিছুতেই অকারণে 'তা' জুড়তে নেই
দৈন্য যখন দৈন্যতা হয়, হারিয়ে ফেলি খেই।

দৈন্য নিজেই দুরবস্থা, দারিদ্র্য, হীনতা
দৈন্য মানেই কার্পণ্য, অভাব আর দীনতা।

দৈন্যতা? সে নেইতো কোথাও, দৈন্য শুদ্ধ রূপ
লিখছি যারা দৈন্যতা রোজ, থেকো না নিশ্চুপ।

এখন থেকে শুদ্ধ বানান লিখতে থাকুন বেশ
দৈন্য লিখুন, দীনতা লিখুন, অশুদ্ধ হোক শেষ।

দেশাত্মবোধক-দেশাত্ববোধক

দেশের প্রতি মমত্ববোধ রাখতেই যদি চাও
দেশের সাথে আত্মার সুর এখনই মিলিয়ে নাও।

নিজের স্বত্বে হও দাবিদার, দেশকে উপরে রাখো
দেশাত্মবোধ? দেশাত্ব নয়, লজ্জাকে আজ ঢাকো।

দেশের সাথে আত্মবোধে, দেশাত্মবোধ হয়
দেশাত্ববোধ? নেই তার মানে, বানানের পরাজয়?

বানানের ভিড়ে রেখো দেশপ্রেম, সাজুক শব্দমালা
দেশাত্ব নয় দেশাত্মবোধ, জুড়াক প্রাণের জ্বালা।।

দরিদ্রতা-দারিদ্রতা-দারিদ্র্য

গরিব বলে সবাই বুঝি করছ অবহেলা
দারিদ্র্য না দারিদ্রতা, যায় যে বয়ে বেলা।

দিচ্ছি ভাষণ মঞ্চে মাঠে দারিদ্রতা নিয়ে
দারিদ্রতা অভিশাপ এক, বানান শুদ্ধি দিয়ে।

দরিদ্রতা কেউ বলে না, দারিদ্রতার ভিড়ে
দারিদ্রতা অশুদ্ধ সে, দরিদ্রতার নীড়ে।

দরিদ্রতা সঠিক বানান দারিদ্রতা নয়
বানান নিয়ে দরিদ্রতায়, কাটুক সবার ভয়।

দারিদ্রতা হোক দারিদ্র্য, কিংবা দরিদ্রতা
শুদ্ধ বানান লিখুন সবাই, ভাষারই ভদ্রতা ॥

দিন-দীন-দ্বীন

হ্রস্ব ই-কার, দীর্ঘ ঈ-কার মানে যে তার ভিন্ন
কখনো দিবস, নিঃস্ব-দুঃখী, জীবনধারা অনন্য।

দিন যখনই হ্রস্ব ই-কার দিবস যে তার মানে
দীর্ঘ ঈ-কার দীন লিখলেই, নিঃস্ব-করুণ টানে।

দ্বীন এর মানে জীবনধারা কোরআন অনুসারে
দিন, দীন আর দ্বীন ভিন্ন, বানানের প্রকারে।

অর্থ জেনে শব্দ লিখুন বানান শুদ্ধ রবে
দিনের শেষে দীন দূরে থাক, দ্বীন-ই কায়েম হবে।।

দীপ-দ্বীপ-দ্বিপ

দীপ বললেই বুঝতে পারি আলো ছড়ায় যে
লিখতে গেলেই ধন্দ লাগে, ভাবছি কি নিজে?

দ্বীপ লিখছে অহরহ দীপ লিখছে কেউ
কেউবা আবার দ্বিপ লিখছে সংশয়েরই ঢেউ।

সুরের মায়ায় মন ভরে যায় মঙ্গলদীপ জ্বেলে
লিখছ কিন্তু মঙ্গলদ্বীপ, মানে কী তার পেলে?

দ্বীপ মানে, চারদিকে জল, মাঝেতে ভূ-ভাগ
ভুল বানানে তবুও কেন বাড়াও অনুরাগ?

দ্বিপ বানানটা লিখলে এমন, তার মানে যে হাতি
দীপ বানানটাই আলোর প্রতীক, ভাষার প্রেমে মাতি ॥

দূর-দুর

বানান যদি ঠিক না লিখি, উল্টো হবে মানে
দূরালাপে দুরালাপ হয়, যাবে সবার কানে।

কখন কোথায় দূর লিখছ, লিখবে কোথায় দুর
একটু খেয়াল করলে পরেই ভুল যাবে বহুদূর।

ইচ্ছেমতো লিখছি সবাই করছে না কেউ মানা
দুরন্ত না দূরন্ত ঠিক, যায় রয়ে অজানা।

দূর দেখতে দূরবিন, নাকি দুরবিনটাই হবে
দুর্দান্ত লিখছে সবাই? নাকি দূর্দান্তই রবে!

হ্রস্ব উ-কার দীর্ঘ ঊ-কার কোনটা লাগে ভালো
কোনটা কোথায় বসলে পরে শব্দ ছড়ায় আলো।

সহজ নিয়ম রাখতে মনে খেয়াল করতে হবে
দূরত্ব বুঝালেই কেবল দীর্ঘ ঊ কার রবে।

বাকি সকল দুর লিখতে হ্রস্ব উ কার ভালো
দুর্দান্ত দুরবিনে ছড়াক দুরন্ত সব আলো ॥

নীরব-নিরব

হঠাৎ করেই লিখিয়েরা উঠল হয়ে সরব
হ্রস্ব ই-কার আন্দোলনে রইল না কেউ নীরব।

নীরব কেন লিখছি নিরব, হঠাৎ-ই বানানে
কে বলল কেউ জানে না লিখছি অকারণে।

গল্প-ছড়া-কাব্য জুড়ে হচ্ছে টানাটানি
নিরব বানান হ্রস্ব ই-কার? কারণটা না জানি।

নীরব মানে নিঃশব্দ, বাক্যহীন আর চুপ
নিরবধি, নিরবচ্ছিন্ন, নিরবকাশ যে অন্যরূপ।

নীরব আর নীরবতা-র দীর্ঘ পথের শেষে
নিরব বানান হোক না নীরব, শুদ্ধতারই রেশে ॥

নাকি-কি না

জট লেগে যায় লিখতে গিয়ে 'নাকি' কিংবা 'কি না'!
যাবে নাকি? কী তার মানে? আছে কি ভাই জানা?

যাব কি না, ভাবছি বসে, দেখি কী যে করি
কোন বাক্যের অর্থ কেমন, কোনটাকে কী ধরি।

যাবে নাকি? এই 'নাকি' মানে, যাবার কথা ছিল
তাই নতুন করে জিজ্ঞাসা রয়, উত্তর কী বলো?

যাব কি না, এটার মানে ভবিষ্যতের কথা
ভাবছে বসে, হঠাৎ করেই ভাঙবে নীরবতা।

নাকি লিখতে না-কে রাখুন কি-এর সাথে সাথে
কি না মানেই ভাবনা চিন্তা, দূরত্ব থাক তাতে ॥

নি-না

বিধি-নিষেধ কেউ মানে না, যতই করো মানা
বললে পরেই ঠোঁট বাঁকিয়ে বলবে, সবই জানা।

বলোতো দেখি, না আর নি কোথায় কেমন বসে
এবার শব্দমালার বিধি-নিষেধ, মিলবে কাব্য রসে।

কেউ লিখছে নিজের কথা, বলবনা আর কিছু
দেখছি সবই বলব না আর, বললে নেবে পিছু।

কেউ লিখছে ঘুরতে গেছিস, বলিসনি ছাই কেন?
নিস নি কেন, যাস নি কেন আর কিছু কি জানো?

ঘুরছে মাথা? না আর নি, কোথায় কোনটা বসে?
যেমন খুশি লিখছে সবাই, কী যায় বলো এসে।

বসবে কোথায় না আর নি, ধন্দে গেলে পড়ে?
সকল সময় না-কে রাখো শব্দে পৃথক করে।

বলব না, বলবি না, বলিস না আর কিছু
করিস না, মরিস না, ছাড়িস না তার পিছু।

এমনি করেই সকল না-কে দূরে দূরেই রেখো
না বাচক এই 'না'-কে নিয়েই কাব্যজুড়ে থেকো।

ঠিক তেমনই না-বাচক 'নি' শব্দমালায় রবে
তবে 'না' এর মতো আলাদা নয়, খুবই কাছে হবে।

অভিমানী 'নি-কে' রেখো ভীষণ কাছে কাছে
বলিসনি কেন্, করিসনি কেন্, শুনবে না কেউ পাছে।

আগে যারা 'নি' রেখেছি একটু দূরে দূরে
নতুন করে কাছেই রাখি প্রাণটা ভরুক সুরে।

না আর নি ছোট্ট হলেও, শব্দমালায় রত্ন
সঠিকভাবে থাকুক তারা, করব তাদের যত্ন ॥

নিচ-নীচ

কে লিখিনি নিচ আর নীচ? ভুল ছিল না কোনো
নীচ বানানে দীর্ঘ ঈ-কার? কি মানে হয় জানো?

ই-কার দিয়ে লিখতে হবে নামবে নিচে যত
নীচ কেবলই ইতর প্রাণীর, শিখুন মনের মতো।

নিচ, নিচু যতোই করো হ্রস্ব ই-কার হবে
নিচতলাতে, টেবিলের নিচে, গাছের নিচেও রবে।

কিন্তু যখন নীচ লিখবে, একটু ভেবে লিখুন
দীর্ঘ ঈ-কার? নীচমনা, নীচ স্বভাবের শিখুন।

নিচ মানে নিচ জমি, নিচু জায়গা, নিম্ন স্থান বুঝি
নীচ লিখলেই সংকীর্ণমনা, হীন-নিকৃষ্ট খুঁজি।

আমরা যারা জ্ঞানী-গুণী বানান নিয়ে খেলি
এমনই করে হবে সহজ ভাষার চোরাগলি ॥

পরা-পড়া

বানানটা ঠিক, উচ্চারণেই ভিন্ন মানে তার
পরা,পড়া কোথায় কেমন করছ ব্যবহার?

বই পরছে, শাড়ি পড়ছে বলছে নিত্য শুনি
লিখছেও তাই, ভ্রান্তি সেথায়, ভুলগুলো কেউ গুনি?

পরা মানে পরিধান সে, নেই কোনো আর মানে
সকল রকম পরিধানেই পরা, সবাই জানে।

শাড়ি পরা, পোশাক পরা, অলংকার-টিপ সবই পরা
পরার জিনিস পরুন শুধু, পড়লে পরেই খাবেন ধরা ।

এবার আসি পড়া নিয়ে, বই-পত্র-কাগজ পড়া
প্রেমে পড়া, ফাঁদে পড়া, হাতেনাতে ধরা পড়া ।

মনে পড়া, সরে পড়া, পথে যেতে বাধা পড়া
কারো চোখে চোখ পড়া, সেই দো-টানায় পড়া।

উপর থেকে নিচে পড়া, লড়তে গিয়ে সটকে পড়া
বিপদ দেখে লুকিয়ে পড়া, সময় বুঝে কেটে পড়া।

এমনই যত পড়া আছে, ড-এ বিন্দু তার কাছে
ব-এ বিন্দু পরা শুধু, পোশাক-অলংকারেই বাঁচে।

একটি কথাই রাখুন মনে, পরা শুধুই পরিধানে
বাকি সবই পড়া হবে, পরা-পড়ার অভিধানে ॥

পড়া-পরা

লিখতে গেলে হয় না তো ভুল, বলতে গেলেই হয়
আবার বলা-লেখা উভয়দিকেই ভুল নিয়ে তাই ভয়।

কী যে করি বুঝতে নারি পরা-পড়ার কাজে
কোনটা কোথায় মানায় ভালো, বুঝতে পারি না যে।

লিখছে সবাই বলছে সবাই কোন শাড়িটা পড়বে
পড়ছে জামা, পড়ছে জুতো, অলংকারও পড়বে!

বই পরছে মন দিয়ে সব, বাধা পরছে? না তো!
প্রেমে পরছে! ফাঁদে পরছে! মনে পরছে? হ্যাঁ তো।

এমনি করেই পরা-পড়ায় ধন্দ ভীষণ লাগে
কোথায় পরা, কোথায় পড়া, জানতে ইচ্ছে জাগে?

মনে রেখো 'পরা' শুধুই পরিধানের জন্য
আর 'পড়া' হবে সবখানেতে বানান হোক অনন্য।

এখন থেকে মন দিয়ে সব পড়ুক না বই শত
পরুক জামা-কাপড়-জুতো, গয়না মনের মতো।

কাব্য পড়ুক, প্রেমে পড়ুক, চোখে পড়ুক চোখ
চশমা পরুক, নজর পড়ুক বানান শুদ্ধ হোক ॥

পরিষ্কার -পুরস্কার

বলতে গেলে হয় না তো ভুল, লিখতে গেলেই হয়
বলা যখন ঠিকই হলো, লেখায় কেন ভয়।

পরিষ্কার আর পরিস্কারে, কোন বানানটা শুদ্ধ
বুঝতে নারি কোনটা কোথায়, লিখলে হয় অশুদ্ধ।

বই-পত্র, সাইনবোর্ড আর দলিল দস্তাবেজ
লিখছে সবাই ইচ্ছে যেমন দারুণ এক আমেজ।

পুরস্কার আর পুরষ্কারেও একই রকম ভাবনা
লিখলে পরেই শুনছি তখন, আসল রূপের ভাব না।

কোথায় কখন দন্ত্য স-ক, মূর্ধন্য ষ-ক হবে
নিয়ম যদি নাই-বা জানি, বানান ভুলই রবে।

যখন হ্রস্ব-দীর্ঘ ইকার-উকার যুক্তাক্ষরের আগে
তখন কিন্তু মূর্ধন্য-ষ-ক বসবে অনুরাগে।

যুক্তাক্ষরের আগে যখন অ-কার উচ্চারণ
ঠিক তখনই দন্ত্য স-ক, নেই কোনো কারণ।

পরিস্কার আর পরিষ্কারে, যুক্তাক্ষরের আগে
ই-কার উ-কার কোন কার-টা দীপ্ত চোখে জাগে?

নিয়ম মেনেই বলুন তবে কোন বানানটি গণ্য
পুরস্কার না পুরষ্কার চাই? ভেবে হোন অনন্য।

কে নিতে চান পুরস্কার আর পুরষ্কার কে নেবে
নিয়ম মানুন পুরস্কার ঠিক, বিজয়ী হোন ভেবে ॥

প্রতিযোগিতা-প্রতিযোগীতা

কে যে কখন কার সাথে যে টেক্কা দিয়ে চলে
হ্রস্ব ই-কার দীর্ঘ ঈ-কার, কার কথা কে বলে।

প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতা এটাই শুদ্ধ বানান
প্রতিযোগীতায় দীর্ঘ ঈ-কার অশুদ্ধ বেমানান।

প্রতিযোগিতায় হ্রস্ব ই-কার শুদ্ধ রীতি হয়
প্রতিযোগীতায় দীর্ঘ ঈ-কার আর কখনোই নয় ॥

ফোঁটা-ফোটা

কোন ফোটাতে ফুটবে গোলাপ, কোন ফোঁটাতে বৃষ্টি
কোন বানানে শুদ্ধ আলাপ, কোন বানানে সৃষ্টি।

লিখছি ফোটা বলছি ফোঁটা মানে যে তার ভিন্ন
ফোটা মানে প্রস্ফুটিত, আর ফোঁটায় বিন্দু চিহ্ন।

শুদ্ধ করে লিখুন বানান, নইলে কপাল মন্দ
ফুল ফোটা আর বৃষ্টি ফোঁটায় শুদ্ধতার আনন্দ ॥

বেশি–বেশী

একটু বেশি লিখতে গিয়ে লিখেছি তাই বেশী
এখন দেখি সেই বেশী আজ হয়েছে ছদ্মবেশী।

বেশি বানান? ই-কারই দাও সেটাই নাকি ঢের
তবে দীর্ঘ ঈ-কার দিলেই কিন্তু বুঝবে রকমফের।

বেশি চালাক, বুদ্ধি বেশি, কম-বেশি যাই বলি
বেশি লিখতে হ্রস্ব ই-কার সেটাই মেনে চলি।

এবার দেখি দীর্ঘ ঈ-কার বেশী কখন হয়
মানুষ যখন ভদ্রবেশী মুখোশ পরে রয়।

চিনব মানুষ যে বেশেই থাক বানান হলে শুদ্ধ
একটু বেশি জানলে, জ্ঞানের আলো না রয় রুদ্ধ ॥

বড়-বড়ো

বড়-বড়ো বানান নিয়ে ভেবেছে কি কেউ?
কোন বানানে লাগছে এসে অশুদ্ধতার ঢেউ।

বড় যদি বয়সে বড়ো এমন করি মানে
তবে কিন্তু ও-কার যোগে বলছি জনে জনে।

ও-কার ছাড়া লিখো না কেউ নেই তা অভিধানে
ও-কার যোগে লিখলে বড়ো, তবেই সবাই মানে ॥

বুঝা-বোঝা

বুঝা আর বোঝা নিয়ে চারিদিকে শোরগোল
কোনটার কী যে মানে, যায় পেকে তালগোল।

ওর বোঝা এর বোঝা, কার বোঝা কে যে বয়
বানানের হেরফেরে বুঝা-বোঝা এক নয়।

বুঝা মানে বুঝে নেয়া নেই কোনো ভুলচুক
বোঝা হলে কাঁধে-পিঠে চেপে থাকে নেই সুখ।

বিষয়টা বুঝা যায়, বোঝা হলে ভালো নয়
বুঝা গেলে ঠিকঠাক বোঝা হলে বাড়ে ভয়।

বোঝা যদি একা রয়, তবে বোঝা বাড়ে কাঁধে
বোঝাপড়া বোঝাবুঝি একসাথে গলা সাধে।

বুঝা গেল ব্যাপারটা? বোঝা নয়, থাক মনে
বোঝা হলে বুঝাবুঝি ভুল হয় অকারণে ॥

বন্দি-বন্দী

বন্দী নাকি বন্দি হবে, বন্ধ ঘরের মাঝে
কোন বানানটা সঠিক এবং কোনটা লাগে কাজে?

বন্দী লিখে বলো যদি রুদ্ধ হল ঘরে
ঠিক হবে না, বন্দি লিখো, নইলে বন্দি মরে।

বন্দি মানে কারারুদ্ধ, বন্দী মানে ভিন্ন
বন্দী হল বন্দনাকারী, গীত গায় অনন্য।

বন্দি জীবন বন্দি না হোক বন্দি পাখির মতো
বন্ধ খাঁচায় বন্দনাগীত বন্দী গাইছে কত।

এখন থেকেই সঠিক প্রয়োগ, বন্দি-বন্দী নিয়ে
যুগলবন্দি বন্দনা হোক, শুনুন মনটা দিয়ে ॥

ভাল-ভালো

দেখতে প্রায়ই একইরকম উচ্চারণটা ভিন্ন
সঠিক প্রয়োগ হলেই শব্দের মানেটা অনন্য।

ভাল মানে কপাল-ভাগ্য, সুন্দর হল ভালো
ভালোমানুষ ভালোবাসায় কত কী বুঝাল।

ভাল লিখলে ল কখনও ভালো-র মতো রয় না
উচ্চারণে ভাল্ বলব, ও-কার যুক্ত হয় না।

ভালমানুষ ভালবাসায় এই বানানে থাকলে
ঠাঁই মেলে না অভিধানে ও-কারে না রাখলে।

ভাল হচ্ছে বিশেষ্য পদ, ভালো যে তার গুণ
মন্দ ভালে হয় না কিছুই অর্থটা জানুন।

চিন্তারেখা পাঠক ভালে, কোন বানানটা শুদ্ধ?
ভালো থাকুন ভালোবাসায়, ভালো ভালেই রুদ্ধ ॥

ভাবি-ভাবী

লেখা পড়ে চমকে গেছ? কী পড়ছ ভেবে
কোন ভাবি আজ ভাবী হবে, উত্তর কে দেবে?

ভাবি মানে ভাবনা, যখন ভাবছি বসে মনে
ভাবি মানেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, রেখো মনে।

একটা ভাবি ক্রিয়াপদে, ভাবের মগ্নতা
ভাবী লিখলেই বুঝতে হবে এখনও হয়নি তা।

ভুল কোরো না এখন থেকে, ভাবি সম্বোধনে
ভাবী মানে দিন আগামীর, ভবিষ্যৎ থাক মনে ॥

ভবিষ্যত-ভবিষ্যৎ

ভাল্লাগে না যখন দেখি বানান নিয়ে যুদ্ধ
কেমন করে করব কোথায় সকল বানান শুদ্ধ?

ভবিষৎ না ভবিষ্যত ঠিক, কোন বানানটা নেব
লিখতে গিয়ে ধন্দ লাগে কোথায় কোনটা দেবো।

একটু খেয়াল করলে পরেই ভুল হবে না আর
জানলে পরে ত আর খণ্ড ত্ এর ব্যবহার।

তার জন্য ছন্দ লিখুন বানান শিখুন তবে
শব্দে কোথায় ত আর খণ্ড ত্ এর প্রয়োগ হবে।

চুপি চুপি বলছি শুনুন, রাখুন মনে আগে

ভবিষ্যৎ লিখতে ত লাগে না, ভবিষ্যতে লাগে ॥

ভারি-ভারী

ভারি সুন্দর হাতের কাজে বেশ ভারী জামদানি
কোন ভারিতে মন ভরে রয়, কোন ভারী খানদানি।

লিখছ যখন ভারি সুন্দর তার মানে কী, বলো?
দায়িত্ব কি লাগছে ভারী? এবার তবে চলো।

কখন কোথায় কী বলতে চাও ভারি শব্দ দিয়ে
ঠিক করে নাও কোন বানানটা বেশ ভারী, সুখ নিয়ে।

খুব, অতিশয়, অত্যন্ত হলে ভারি লিখতে হবে
ভারী মানেই ওজনদার বেশ, এবার মনে রবে?

মৌন-মৌনতা

মুখের কথায়, গানের কথায় ঝরছে বিষণ্নতা
তুমি আমি মৌন থাকি, রয় ঘিরে মৌনতা!

অন্ত্যমিলে কাব্য লিখি, পড়ছে পাঠক রোজ
মৌনতা আর মৌন মিছিল, কেউ নেয়নি খোঁজ ।

'মৌনতা' সে কোথা থেকে আসলো আকাশ ফুঁড়ে!
শব্দ পেলেই তার শেষে হায় 'তা' দিয়ো না জুড়ে।

মৌন মানেই নীরবতা, আর মৌনতা? সে ভুল
নজর রাখুন অভিধানে, বানান হোক নির্ভুল ॥

মত-মতো

তোমার মত কেউ শোনে না, বলব কেমন করে?
তোমার মতো কেউ বলে না, মনেতে না ধরে।

নিজের মতো নিজেরই মত দাও চাপিয়ে যখন
মত আর মতো বানান নিয়ে দ্বন্দ্ব লাগে তখন।

কোন বানানের কী যে মানে জানতে যদি পারি
মতো মত-এর বানান নিয়ে থাকবে না আহাজারি।

মত মানে নয়কো মতো, উচ্চারণ হয় মত্
মত মানে সম্মতি, মনের ভাব আর মতামত।

মতো মানে যোগ্য, তুল্য, সদৃশ, অনুরূপ
মত-মতো নয়তো একই, থেকো না আর চুপ।

এখন থেকে নিজের মতে নিজের মতোই চলব
কারোর মতে চলব না আর, নিজের মতো বলব ॥

মুহূর্ত-মূহুর্ত

যা লিখেছি এই মুহূর্তে তারই ছবি আঁকি
পরমূহুর্তেই হচ্ছে মনে কোন মুহূর্তে থাকি!

মুহুর্ত নাকি মুহূর্ত ঠিক বুঝতে পারি না যে
কোন বানানটা সঠিক এখন ভাবছি বসে নিজে।

সঠিক বানান মুহূর্ত যে, মুহুর্ত ঠিক নয়
এখন থেকে সঠিক বানান লিখুন, কাটুক ভয় ॥

মতদ্বৈততা-মতদ্বৈধ

মতের অমিল হতেই পারে, তাই বলে কি বলব না?
কোন বানানের কী মানে হয়, তাও কি মেনে চলব না!

যাঁর যা খুশি চলছে লিখে, নতুন শব্দ দেখছি রোজ
মতদ্বৈততা কী তার মানে? বলি সবাই, নিই কি খোঁজ?

অভিধানে দ্বৈততা নেই, দ্বৈধ আছে সেটাই ঠিক
মতদ্বৈধ সঠিক বানান, মতদ্বৈততা? হারায় দিক !

দ্বৈধ মানেই মতের অমিল, অনৈক্য আর বিরোধ-সব
দ্বৈততা নেই কোনোখানেই, ছাড়ুন তাকে, যত্তোসব।

এখন থেকে মতের অমিল? মতদ্বৈধ লিখুন বেশ
শুদ্ধ বানান লিখতে থাকুন, মতদ্বৈততা হোক না শেষ ॥

যায়-যাই

দেখতে শুনতে লাগছে ভালোই কবিতা উৎসব
চমকে গেলাম লেখা দেখে, কী হচ্ছে এসব?

কেউ লিখছে চল যায় ভাই, লিখছে কেউ-'সে যাই'
হ্রস্ব ই-কার আর অন্তস্থ-য় কি, লেখার নিয়ম নাই?

যাই বললে যাওয়া বুঝায়, যায় বললেও একই
আসল কথা কে যাচ্ছে? বুঝতে পারো নাকি?

আমি এবং আমরা হলে যাই লিখতে হবে
যায় লিখবে তখন, যখন সে ও তারা যাবে।

হ্রস্ব ই-কারে আমি-আমরা, ভালবাসা-প্রীতি
রেখো মাথায় ক্রিয়াপদে এটাই চেনার রীতি।

যাওয়া খাওয়া চাওয়া পাওয়া যেটাই লিখো হায়!
সে ও তারা অন্তস্থ-য়-তে, যায়, খায়, চায়, পায়।

আরো আছে দেয়া-নেয়া, শোয়া, গাওয়া কত
একটু বসে চিন্তা করো মিলবে মনের মতো।

এমনি করেই শিখলে বানান, ভুল হবে না আর
বাংলা আমার মায়ের ভাষা, আমার অহংকার ॥

রূপ-রুপ

কার চেহারা দেখতে কেমন একটু দেখো যদি
কোন রূপেতে রুপালি সুখ বইছে নিরবধি।

রূপ আর রুপ দুই রূপেতে কোনটা কোথায় লিখি
ছন্দ দিয়ে আর কতকাল এমন বানান শিখি।

রূপ যখনই রুপোর মতো, হ্রস্ব উ-কার হবে
এ ছাড়া রূপ সবসময়ই রূপ বানানেই রবে।

রুপোর তৈরি রুপি জেনো, রুপালি রং তাও
অন্য সকল রূপ লিখতে দীর্ঘ ঊ-কার দাও ॥

লজ্জাকর-লজ্জাস্কর

প্রায়ই শুনি গুণিজনে বলছে রাষ্ট্র করে
লজ্জাস্কর ব্যাপার-স্যাপার মুখ দেখাই কী করে?

বুঝতে পারি বিষয়টাকে, লিখতে গেলেই ধন্দ
লজ্জাকর না লজ্জাস্কর? মাথার ভিতর দ্বন্দ্ব।

অভিধানে লজ্জাকর পাই, এটিই সঠিক বানান
লজ্জাস্কর নেই কোনোখানে, কেমনে তাকে মানান?

এখন থেকে লজ্জা বিষয় লজ্জাকরই হবে
লজ্জাস্কর ভুলুন এবার, বানান শুদ্ধ রবে ॥

লেখা-লিখা

লেখা আর লিখা নিয়ে কত কথা চলছে
কোনটার মানে কী যে, কেউ কিছু বলছে?

লেখা ভালো, লিখা ভালো অহরহ লিখছি
কোনটা কী কথা বলে, কেউ কি তা শিখছি?

লেখা মানে লিখন যে, রচনায় শেষ হয়
লিখা হল শৈলী, লিখে লিখে রেশ রয়।

লেখা মানে কাব্য সে, মন ছোঁয়া পাঠকের
লিখা মানে লিখে চলা, ক্রিয়াপদ লেখকের।

লিখে লিখে লেখা হয়, লিখে চলে কত লোক
লিখা লেখা এক নয়, সত্যের জয় হোক ॥

লেখনী-লিখন

লেখা পড়ে মুগ্ধ পাঠক লেখেন অনুভূতি
কোন লেখাটায় কেমন লাগে, লেখকের আকুতি।

কেউ লিখছি মুগ্ধ, দারুণ! ভীষণ ভালো কেউ
কেউবা লিখি চমৎকার, বেশ! আনন্দেরই ঢেউ।

কাব্য, ছন্দ, কবিতা, ছড়া, গল্প বা কাহিনি
মুগ্ধ পাঠক লিখছে, 'দারুণ, চমৎকার লেখনী'।

স্তব্ধ লেখক, কেমন করে বুঝলো পাঠক হায়!
লিখন ছেড়ে লেখনী আজ, এত গুরুত্ব পায়!

লেখনী দিয়ে লেখেন কবি, লিখন পড়ে সবে
সেই লিখন-এর ভালোবাসায় পাঠক মুগ্ধ হবে।

লিখন মানে লেখা, আর কলম যে লেখনী
লিখুন পাঠক, দারুণ লিখন, শেষ হোক কাহিনি ॥

ক্রিয়াপদের শেষে
ল-ব-ছ-ত

করতে সহজ বাংলা-বানান হচ্ছে মানানসই
প্রমিত সে নিয়মটা তাই সবার কাছে কই।

ক্রিয়াপদের শেষে যদি ল-ব-ছ-ত থাকে
দরকার নেই ও-কার দিয়ে সেই ক্রিয়াপদটাকে।

করল, ধরল, বলল, চলল প্রমিত নিয়ম মেনে
বলব, চলব, শিখব, ধরব নিচ্ছি নিতুই জেনে ।

করছ, বলছ, শুনছ, জানছ এমনই যত আছে
করত, বলত, শুনত, জানত থাকুক সবই কাছে।

বলব, করব, লিখতে বুঝি সায় দেয় না মন
করত, বলত, চলত, ধরত কী তার প্রয়োজন?

ও-কার যোগে লিখে লিখে ওটাই ভালো লাগে
দাঁড়ালো-কে দাঁড়াল দেখে, লজ্জা বুঝি জাগে?

প্রমিত নিয়ম মেনে আসুন বলব, করত লিখি
নিজের ভাষায় শুদ্ধ বানান, আসুন সবাই শিখি।

তবে ব্যতিক্রমে ও-কার দিন নইলে অন্য মানে
আসলো, মানবো, দিলো, বলো এখন সবাই জানে।

লিখতে থাকুন প্রমিত ধারা দেখুন তাকে বেশ
দেখতে দেখতেই রয়ে যাবে শুদ্ধতারই রেশ ॥

শুধা-সুধা

হঠাৎ করে পড়ল চোখে 'সুধাই জনে জনে'
মুখের বাণী 'শুধা'র মতো লাগে যে কেমনে!

'শুধাই সবে' চমকে গেলাম, কোথায় সুধা পাবো
কোন সুধাতে কী মানে হয় কার কাছে জানাব?

জনে জনে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করি যখন
বলছি 'শুধাই' লিখছি 'সুধায়' করব কী যে তখন।

শুধা মানে 'জিজ্ঞাসা' হয়, সুধা যে-অমৃত
শুদ্ধ বানান চললে মেনে ভাষা মনের মতো ॥

শুধু-শুধুমাত্র

বেশি কিছু চাই না আমার, যা মনে হয় দাও
শুধুমাত্র আজ আমাকে আপন করে নাও।

তোমার কথাই পড়বে মনে, শুধুই তোমার কথা
শুধুমাত্র তাঁর কাছে আজ, দিয়ো সেই বারতা।

এমনি কত মনের আবেগ অহরহ লিখি
শুধু আর শুধুমাত্র! মানে কি তার শিখি?

শুধু আর মাত্র জেনো সমার্থক হয় ওরা
শুধুমাত্র লিখলে পরেই ভুলে ভুলে ভরা।

শুধু নয়তো মাত্র লিখো, একসাথে নয় কভু

যদিও আমরা সবাই জানি, উস্‌কে দিলাম তবু ॥

শেখা-শিখা

বলছি শোনো, একটু দাঁড়াও একটা কথা বলি
শেখা, শিখা নয়তো একই, ভুল পথে কি চলি?

পড়ছি, লিখছি নিত্য যেমন, শিখছি তেমন বেশ
শেখার বুঝি হয় না তো শেষ, চলছি বয়ে রেশ।

শেখা মানে শিখতে পারা, শিখা-র মানে ভিন্ন
এই শিখা হল অগ্নিশিখা, জ্বলন্ত অনন্য ।

দেখে-শুনে-বুঝে শেখা, পড়ে শেখাও হয়
শিখা মানে আগুন সে, শেখা কভু নয়।

এমনই করে শেখার শিখা জ্বলুক সবার বুকে
বাংলা বানান শুদ্ধতা পাক বিশ্বজয়ের সুখে ॥

শখ-সখ

ইচ্ছে হলেই লিখতে পারেন, বলতে পারেন বুঝি
কী করতে কার ভালো লাগে সেই আনন্দ খুঁজি।

শখের কথা বলতে গিয়ে লিখছি যে সখ কত
সখ অশুদ্ধ, কোথাও নেই, তবু দেখছি শত শত।

এখন থেকে শখের কথা তালব্য শ-তে থাকুক
দন্ত্য স-তে সখের কথা নাইবা মনে রাখুক ॥

সাদা-শাদা

সাদা-কালো, সাদা-মানুষ সাদা কাশের বন
সাদাসিধে সাদা কেন শাদা-য় বিবর্তন?

গল্প ছড়া কবিতা জুড়ে শাদার ছড়াছড়ি
যাঁর যা খুশি লিখছে বানান, নেইতো কড়াকড়ি।

সাদা মানে শ্বেত, শুভ্র, সরল, অকপট
শাদা নামেও একই অর্থ? এ কেমন ভজকট?

অভিধানে নেইতো শাদা, সাদা সঠিক জানি
হঠাৎ করে শাদা-সাদায় বাড়ল পেরেশানি।

সাদা মানেই দন্ত্য স-য়ে তালব্য শ-তে নয়
যদিও সাদা উচ্চারণে শাদা-র মতো হয় ।

এখন থেকে লিখুন সাদা, সকল শাদা ভুলে
সাদা-কালোয় জীবনগাথা লিখুন দুহাত খুলে ॥

সাক্ষর-স্বাক্ষর

বলতে পারো নাম কী তোমার? লিখতে পারো বুঝি?
লেখা-পড়া জানা মানুষ, কোথায় তাদের খুঁজি?

সাক্ষর যত মানুষ আছে বলছি তাদের জন্য
আঙুল দিয়ে ছাপ নয় আর, স্বাক্ষর হোক অনন্য।

সাক্ষর মানে অক্ষর জ্ঞান আছে যাঁদের কাছে
স্বাক্ষর হল নামের সহি, ভ্রান্তি কি আর আছে ?

সখ্য-সখ্যতা

বন্ধু আমার বন্ধু তোমার, সখা প্রাণের সখা
সখা বিনে ঘুম আসে না, নিত্য করি দেখা।

থাকলে সখা, সখ্য বাড়ে, সখ্যতা চাই আরও
সকাল-বিকাল বলছি, লিখি সখ্যতা না ছাড়ো।

সখ্যতা আজ এত বেশি, সখ্য নেই কোথাও
শুনছে সবাই বুঝছে ঠিকই, সবাইকে শুধাও।

কেউ কি জানো, সখ্য মানেই বন্ধুত্ব-অটল
সখ্যতা নেই কোনোখানেই, সখ্য অবিচল।

এখন থেকে সখ্যতা নয়, সখ্যে থাকুন বেশ
সখা আমার প্রাণের সখা, হৃদয় জুড়ে রেশ ॥

সার্থক-স্বার্থক

স্বার্থ যদি ঠিক না থাকে হবে না সার্থক
ভুল বানানে লিখলে পরে সবই নিরর্থক।

স্বার্থক হোক জনসভা পোস্টারে যায় ছেয়ে
কেউ লিখছে স্বার্থক আজ তোমায় কাছে পেয়ে।

অভিধানে স্বার্থক নেই কেউ খোঁজেনি হায়!
ইচ্ছেমতো লিখছে সবাই লজ্জা কি কেউ পায়?

স্বার্থক নয় সার্থক ঠিক, আসবে সফলতা
শুদ্ধ হোক বাংলা বানান তাতেই সার্থকতা ॥

স্বপরিবার-স্ববান্ধব

পরিবারের সবাই মিলে দাওয়াত খেতে যাও?
বন্ধুরা সব একসাথে আজ, বলো না, কী চাও?

"স্ববান্ধবে" লিখছ বানান বন্ধুরা সব মিলে
লিখছ বানান "স্বপরিবার" বানানের মিছিলে।

বলতে পারো শব্দ দুটো এল কোথা থেকে
কে শেখাল এমন বানান কোন অভিধান দেখে?

তবে সপরিবার, সবান্ধব, এটাই শুদ্ধ বানান
আর স্বপরিবার-স্ববান্ধব? বাক্যে যে বেমানান।

বন্ধুগণের সাথে হলে সবান্ধব হয় তখন
সপরিবার? পরিবারের সাথে হবে যখন।

'স'এর মানে সহ-সাথে, সবার সাথে হয়
সবান্ধব আর সপরিবার, স্ব বানানে নয়।

স্বপরিবার অশুদ্ধ সে, নেইতো অভিধানে
স্ববান্ধব নয়, সবান্ধব হোন ভালোবাসার টানে ॥

সাক্ষী -স্বাক্ষী

কোন ঘটনা কে দেখেছে কে বলতে পারে?
সাক্ষী নাকি স্বাক্ষী সে যে, চিনব কী প্রকারে?

কেউ লিখছে স্বাক্ষী হবে, কেউ বলছে না
অভিধানটা না দেখলে হায়! আর চলছে না।

কেউ বলছে সাক্ষী-ই ঠিক, যে দেখেছে সব
স্বাক্ষী বানান অশুদ্ধ যে, ভুলের মহোৎসব।

এখন থেকে সাক্ষী লিখুন, সাক্ষ্য দেবে যাঁরা
স্বাক্ষী-স্বাক্ষ্য বানানই ভুল, নিয়ম-নীতি ছাড়া।।

সত্তা-স্বত্তা

নিজের সত্তা চিনছি নিজেই স্বত্ব রেখে ঠিক
স্বত্তা-সত্তা কোন বানানে ভাবছি দিগ্‌বিদিক।

খুব অনায়াস লিখছি যাঁরা তাদের জন্য বলি
নিজের সত্তা নিজেই খুঁজি, ভুল পথে না চলি।

সত্তা মানে অস্তিত্ব, নিত্যতা, উৎকর্ষ, সাধুতা
স্বত্তা মানে নয়তো কিছুই, লিখিয়ের ব্যর্থতা।

স্বত্তা কিংবা স্বত্বা বানান, নেইকো মানে তার
এখন থেকে সত্তা লিখুন, অস্তিত্ব পরিষ্কার ॥

তালব্য শ-মূর্ধন্য ষ-দন্ত্য স

বর্ণমালায় তালব্য শ, মূর্ধন্য ষ, নাম কি শুনেছ তার?
আরো আছে সাথে দন্ত্য স, জানো তার ব্যবহার?

চমকে উঠো না, তিনটি শ-এর কোথায় কোনটা বসে
কোন শব্দে কোন শ হবে, জেনে নাও দিন শেষে ।

মূর্ধন্য ষ আর মূর্ধন্য ন সহোদর যেন তারা
পারে না ছাড়তে একে অপরকে নিয়মেই বাঁধাধরা।

মূর্ধন্য ন এর আগে বসে সে, এমনি করেই বাঁচে
শোষণ-তোষণ, ভাষণ-ভূষণ, বিশেষণও ঘিরে আছে।

তৎসম যত শব্দ রয়েছে ট ও ঠ এর সাথে
সবখানেতেই মূর্ধন্য ষ-ই দেবে, সারাদিন সারারাতে।

সৃষ্টি-কৃষ্টি, বৃষ্টি-দৃষ্টি আর তেষ্টা-চেষ্টা যত
পৃষ্ঠা-বিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠ-তিষ্ঠ, এমনই নিষ্ঠা তত ।

পারলে বুঝতে? কোথায় বসবে মূর্ধন্য ষ এবার?
দুষ্ট-পুষ্ট আর নষ্টে-কষ্টে, চাই সুষ্ঠু শিষ্টাচার।

তবে বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য ষ নয়, দন্ত্য স-ই বসে
স্টেশন-স্টিমার-স্টোর-স্ট্রিট-স্টুডিয়ো-স্ট্রেসে।

স্টল-স্টাইল, স্টার-সিস্টার এমনি কত যে আরও
দন্ত্য স হবে সবখানেতেই ভরসা রাখতে পারো।

সহজ নিয়ম রয়েছে যদিও, রাখতে পারবে মনে?
ত-থ-ন এর পূর্বের ধ্বনি, দন্ত্য স এর সনে।

ত্রস্ত-ব্যস্ত, আস্তে-কাস্তে, আস্থা-সুস্থ-স্থান
এমনই করেই মনে থাক সদা স্নিগ্ধ-স্নেহ-স্নান।

রইলো বাকি তালব্য শ, কোথায় থাকবে জানো?
র আর ল-য়ের পূর্ব ধ্বনিতে, অবশ্যই তাকে আনো।

শ্রদ্ধা-শ্রুতি, শৃগাল-শৃঙ্গে, শ্রোতা-শ্রবণে-শ্রাবণ
শ্লোক-শ্লেষ-আর শ্লীল-অশ্লীলে তালব্য শ-এর প্লাবন।

যে ধ্বনিতে শিস বুঝবে সেখানে তালব্য শ-ই হবে
উচ্চারণে শ এসএইচ(sh) হলে নির্ভুল তুমি রবে।

শয়ন-শোভন, শাসন-শোষণ, শিউলি-শিমুল শত
শাসক-শোষক, শাস্ত্র-শাস্ত্রী, শোনো শৈশব শাশ্বত।

কঠিন কি খুব? থাকবে কি মনে? তিনটি শ-এর স্থান
তাই বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে ভরে থাক মনপ্রাণ ॥

হত-হতো

কত শত কথা বলি সব মনে রয় না
ভুল নাকি ঠিক বলি কেউ কিছু কয় না ।

কোনখানে লিখি হত, কোনখানে হতো?
সহজ নিয়ম যদি কেউ বলে দিত!

হত মানে নিহত যে, মন্দ কপাল
হতো হল ক্রিয়াপদ ধরে থাকে হাল।

হত হল বিশেষণ দোষ-গুণে ভরা
হতো মানে ঘটতো যে, কোনো কিছু করা ।

যদি হতভাগা মানুষের দিন ভালো হতো
তবে কতকিছু ঘটত যে, দেখা যেত কত ॥

খণ্ড-ৎ (ত্)

বাংলা বানান নিজেই জানুন, যাচ্ছে সময় বয়ে
খণ্ড-ত্ আর ত-এর প্রয়োগ, বলুন নিজের হয়ে।

কেউ দেখে না, কেউ বলে না, কোনটা সঠিক পথ
লিখছে সবাই জগত, ভগত, শরত, ভবিষ্যত।

ত দিলে যে অশুদ্ধ হয় কেউ কি জানে তা?
শুদ্ধ হতে খণ্ড ত্ চাই, কেউ খোঁজেনি তা।

সহজ নিয়ম রাখলে মনে বানান হবে ঠিক
কোথায় কোথায় খণ্ড-ত্ হয়, সবাই বুঝে নিক।

শব্দ শেষে কৃৎ-চিৎ-জিৎ-অৎ-বৎ-সাৎ থাকলে
খণ্ড-ত্ হয়, নেই কোনো ভুল, একটু খেয়াল রাখলে।

এবার লিখুন জগৎ ভগৎ শরৎ ভবিষ্যৎ
নিন মিলিয়ে সহজ নিয়ম, শব্দে শেষে অৎ।

এমনি করে লিখুন দেখি অন্য নিয়ম ধরে
শিখন পঠন চলুক তবে কৃৎ-জিৎ-চিৎ করে।

আরও আছে অনেক নিয়ম রাখতে হবে মনে
আপাতত এটুকুই থাক, জানুক সর্বজনে ॥

দন্ত্য স-য়ে থ(স্থ)-দন্ত্য স-য়ে ত(স্ত)

কোথায় কখন উচ্চারণে কী লিখতে হবে
মুখস্থ না মুখস্ত হয় কেমনে মনে রবে?

আশ্বস্ত নাকি আশ্বস্থ হবে, বুঝতে পারি না যে
কোন নিয়মটা চলব মেনে, কোনটা লাগে কাজে।

দন্ত্য স-য়ে ত কিংবা থ যে কোথায় লিখি
কোন শব্দে কোনটা মানায়, কোথায় বলো শিখি।

সহজ উপায় আছে বলি, ব্যাকরণ নয় জেনো
কেমন করে রাখব মনে, সেটুকু, তাই মেনো।

যদি শব্দ শেষে দন্ত্য স রয়, ত লিখতে হবে
ত্রস্ত, ব্যস্ত, হস্ত-ন্যস্ত এমনি করেই রবে ।

আশ্বাস থেকে আশ্বস্ত, বিশ্বস্ত বিশ্বাসে রয়
এমনই করে দন্ত্য স-য়ে ত লিখতে হয়।

শব্দে যদি স্থান বুঝায় তখন থ-ই লিখো
কণ্ঠস্থ, মুখস্থ, গৃহস্থ, দ্বারস্থ এমনি করেই শিখো ॥

চন্দ্রবিন্দুর কাব্য

কোথায় রাখি চাঁদখানাকে ভাবছি কোথায় রাখি
কোথায় কখন কার মাথাতে চন্দ্রবিন্দু আঁকি।

ইচ্ছে হলেই যায় কি দেয়া যাকেই পাবে তাকে
বলছি শোনো, চন্দ্রবিন্দু নিয়ম মেনেই থাকে।

নাসিক্য বর্ণ চিনতে পারো? অবাক হলে নাকি?
উঅঁ, ইঁঅ, ন- ণ -ম সবাই বলে থাকি।

আরও আছে অনুস্বার, শব্দে দেখা পেলে
বুঝতে হবে এই ছয়টিই এক আসরেই মেলে ।

শব্দে যখন লোপ হয়ে যায় তাদের উপস্থিতি
চন্দ্রবিন্দু ঠিক তখনই দেয় বানানের গতি।

যেসব শব্দে নাসিক্য বর্ণ যুক্ত হয়ে থাকে
লোপ হলে তার আগের বর্ণে, চন্দ্রবিন্দু আঁকে।

যেসব শব্দের মূল ভিত্তি শুদ্ধ সংস্কৃত
বদলেছে রূপ? তবুও তারা খুবই প্রচলিত।

তাদের ক্ষেত্রেই চন্দ্রবিন্দু জায়গা নিল করে
উদাহরণটা পেলেই দেখো ভাবনা যাবে দূরে।

যেমন ধরো অঙ্কন আর বঙ্কিম, উঅঁ-র সাথে
উঅঁ লোপে আঁকা-বাঁকা কেমন চমক তাতে?

এমনি করে কঙ্কণ-কাঁকণ, পঙ্ক থেকে পাঁক
তাই উঅঁ লোপে চন্দ্রবিন্দু,প এর সাথেই থাক।

পঞ্চ, মঞ্চ, অঞ্চল শব্দে ইঁঅ (ঞ) যুক্ত আছে
ইঁঅ লোপে পাঁচ, মাঁচা আর আঁচল টানে কাছে।

কাঞ্চা থেকে কাঁচা হলো চন্দ্রবিন্দু ক-এ
অঞ্জলিতে আঁজলা পেলাম ইঁঅ বর্ণ ছুঁয়ে।

দন্ত্য, যন্ত্র, সন্তরণে ন এর ছোঁয়া পূর্ণ
দাঁত, যাঁতা আর সাঁতার হবে, লোপ পেলে ন বর্ণ।

এমনি করেই ইন্দুর-ইঁদুর, রন্ধন-রাঁধা, কন্থ-কাঁথা হবে
যায় কি বুঝা কোথায় কখন চন্দ্রবিন্দু রবে?

মূর্ধন্য ন যেসব শব্দে, চণ্ডাল-কণ্টক হবে
লোপ যদি পায় মূর্ধন্য ন, চাঁড়াল-কাঁটা রবে।

এমনি করেই ষণ্ড-ভণ্ড-হণ্টন জুড়ে মূর্ধন্য ন রয়
ণ পেলে লোপ, ভণ্ড-ভাঁড়ে, ষণ্ড-ষাঁড়ে, হণ্টন-হাঁটা হয়।

গ্রাম, কম্পন, চম্পক জুড়ে ম রয়েছে দেখো
ম লোপ পেলে গ্রাম থেকে গাঁ, চন্দ্রবিন্দুই এঁকো।

কম্পন-কাঁপন, চম্পক-চাঁপা এমনই কত আর
ঝম্পক-ঝাঁপে চন্দ্রবিন্দুর বাহারি সম্ভার।

এবার বলি সম্মানসূচক অনেক শব্দ আছে
বাংলাভাষায় সর্বনাম সব, সম্পর্ক খুব কাছে।

যেমন ধরো মহান নেতা, বিশ্বকবি, শিক্ষক সম্মানীয়
তাঁদের জন্যই লিখবে তাঁরা, চন্দ্রবিন্দু দিয়ো।

এমনই করে এঁরা-ওঁরা-উঁনি-যাঁরা সকল সর্বনামে

শুধু সম্মানীত হলেই কেবল চন্দ্রবিন্দুর খামে।

আরও আছে ধ্বন্যাত্মক শব্দ যেমন ভোঁভোঁ, শোঁশোঁ
চন্দ্রবিন্দু দিয়ে সেথায় চুপটি করে বোসো।

গোঁগোঁ করুক কোঁকোঁ করুক নেই কোনো ছাড় তবে
এমনিতর সকল শব্দে চন্দ্রবিন্দুই হবে।

এবার নিজে-নিজেই শব্দ খুঁজো চন্দ্রবিন্দু বসুক
ভ্রান্তি কাটুক মনের যত, বাংলা বানান হাসুক ॥

যতিচিহ্ন : ত্রিবিন্দু (...)

আপনি যখন কাব্য লেখেন পাঠক সবই পড়ে
যতিচিহ্ন কোথায় কেমন বসছে, নজর করে।

দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, না জানি রয় কত
লাইন শেষে হঠাৎই ডট দিচ্ছি ইচ্ছেমতো.....।

বাক্য শেষে ডট কেন রয়, জানি কি তার মানে?
বলছি শুনুন, রাগ হবেন না, যদিও সবাই জানে...!

বাক্যে যখন আরও অনেক কথা বলার থাকে
যখন হয় না বলা সবই তখন ডট চিহ্ন আঁকে।

ভাবনা যখন কাব্য রাঙায়, অনন্ত পথ চলা
তিনটি ডটেই তখন কিন্তু সব কথা যায় বলা...!

ত্রি-বিন্দু (...) নামটি যে তার যতিচিহ্নে থাকে
বাক্য যখন সংক্ষেপ হয়, এই ডটেই ধরে রাখে।

রাখুন মনে "তিনটি" শুধু,তার চেয়ে নয় বেশি
একটু বেশি? অশুদ্ধ হবে, দ্বন্দ্ব রেষারেষি ॥